তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাযার ও গম্বুজ পাকা করা

আউলিয়া কেরামের মাযারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মান করা, মাযার পাকা করা এবং চতুষ্পার্শে দেওয়াল করা জায়েয

১নং দলীল ঃ আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফ-এর মাযার সম্পর্কে সুরা কাহাফে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا –

অর্থাৎ- "যারা আসহাবে কাহাফের মাযার সংরক্ষণের ব্যাপারে বিজয়ী হয়েছিল, তারা (সুন্নী) বলল-আমরা অবশ্যই আসহাবে কাহাফের মাযারের উপর একটি মসজিদ নির্মান করবো" (সূরা কাহাফ)।

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অলীগনের মাযারের আশে পাশে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করা, তিলায়াত ও যিয়ারতের সুবিধার্থে মাযারের উপর ছাদ ও গম্বুজ নির্মান করা এবং চতুষ্পার্শে দেওয়াল তৈরী করা জায়েয ও বৈধ। কেননা, আসহাবে কাহাফ ছিলেন আউলিয়া। মসজিদ বা ইবাদাতখানা নির্মানের পটভুমিকায় আসহাবে কাহাফের উল্লেখ থাকলেও এর আওতায় সমস্ত অলীগণই শামিল। উসূলের বিধান অনুযায়ী শানে নযুল খাস হলেও হুকুম আম বা সকলের বেলায় প্রযোজ্য হয়। মাযার সংলগ্ন মসজিদ বা ইমারত নির্মানের বর্ণনাটি প্রশংসামূলক হিসাবে কুরআন মজিদে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন ঘটনার প্রশংসা সূচক বর্ণনা উহার বৈধতারই প্রমাণ। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

২নং দলীল ঃ ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররুল মুখতার জানাযা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ –

অর্থাৎ- "কোন কোন মতে কবরের উপর ইমারত নির্মান করা উচিৎ নয়। কিন্তু অন্য একটি মতে ইমারত নির্মানে কোন ক্ষতি নেই বা দোষণীয় নয় বলে উল্লেখ আছে। শেষোক্ত মতটিই ফতোয়া হিসাবে গৃহীত হয়েছে"।

অতএব, বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্বেও মাযারের উপর ইমারত নির্মান করা যে দোষণীয় নয়- ইহাই চুড়ান্ত রায় এবং ইহার উপরই আমল করতে হবে। (দুররুল

www.sunnibarta.com

মুখতার জানাযা অধ্যায়)

৩নং দলীল ঃ জগৎ বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ড (মিশরে মুদ্রিত) ৯৩৭ পৃষ্ঠায় মাযারের উপর গম্বুজ বা ছাদ নির্মাণের বিষয়ে উল্লেখ আছে-

وَفِى الْاَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى وَقِيْلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ-

অর্থাৎ " জামেউল ফাতাওয়ার বরাতে "আহকাম" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি মৃতব্যক্তি পীর, অলী, উলামা অথবা সৈয়দ ব্যক্তি হন, তাহলে তাঁদের কবরের উপর ইমারত নির্মান করা বৈধ এবং জায়েয। এতে মাকরুহও হবে না"। (শামী ১ম খন্ড ৯৩৭)

উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আউলিয়াগণের মাযারে ইমারত ও গম্বুজ নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয বলে প্রমানিত হলো।

৪নং দলীল ঃ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান পৃষ্ঠা ৮৭৯ ও মাজমাউল বিহার ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮৭-এ উল্লেখ আছে-

وَقَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ اَنْ يُّبْنٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشَاهِيْرِ لِيَزُوْرَهُمُ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ بِالْجُلُوْسِ فِيْهِ-

অর্থাৎ "পীর মাশায়িখ, উলামা ও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মাযারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এবং সেখানে বসে আরাম করার উদ্দেশ্যে ইমারত নির্মান করাকে ইসলামের প্রথম যুগের উলামাগণ মোবাহ্ ও বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।" (রূহুল বয়ান ৮৭৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত ইবারতে অতীতের সালফ বলতে মোতাকাদ্দেমীন উলামাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন যুগের উলামাগণের মতে উক্ত ইমারত নির্মান করা জায়েয। উল্লেখ্য যে, সালাফ বলা হয় সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগকে এবং খালফ বলা হয়- তার পরবর্তী যুগের ইমামগণকে।

৫নং দলীল ঃ পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বজনমান্য শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব'-এ উল্লেখ করেছেন-

www.sunnibarta.com

مزارات پر قبہ بنانا صحابہ وسلف صالحین سے ثابت ہے- سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور انکے بعد دوبارہ حضرت عمر بن عبد العزیزرح نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر مکان اور عالی شان گنبد بنایا ہے -

অর্থাৎ "মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকের উপর সর্ব প্রথম হযরত ওমর (রাঃ) এবং দ্বিতীয়বার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রহঃ) ইমারত ও আলীশ্বান গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন" (জযবুল কুলুব উর্দূ)।

৬নং দলীল ঃ বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড জানাযা অধ্যায়ে আছে ঃ

"হযরত রাসূল করীম (দঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, উমাইয়া খিলাফতের বাদশাহ্ ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের যুগে (৮৬ হিজরীতে) একবার রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারকের এক দিকের দেওয়াল ধসে গেলে সাহাবায়ে কেরাম উহা মেরামত শুরু করে দেন। মেরামতের সময় হঠাৎ একখানা পবিত্র পা দৃষ্টিগোচর হলো। উপস্থিত লোকজন মনে করলেন- হয়তো বা ইহা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কদম মোবারক হতে পারে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হযরত ওরওয়া (রাঃ) (হযরত আয়েশার ভাগিনা) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন-

لَا-وَاللّٰهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هِيَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ-

অর্থাৎ- "না, খোদার শপথ, ইহা নবী করিম (দঃ)-এর কদম মোবারক নয়। ইহা হযরত ওমর (রাঃ)-এর পা মোবারক"। (বুখারী ১মখন্ড- জানাযা অধ্যায়)

উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামগণই নবী করীম (দঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাযার শরীফ পাকা

www.sunnibarta.com

করেছিলেন এবং চতুস্পার্শ্বে দেওয়াল দ্বারা আবৃত করেছিলেন। যখন উক্ত ইমারতের এক দিকের দেওয়াল ধসে যায়, তখন সাহাবাগণ পুনরায় উহা মেরামত করান। এখানে আরও লক্ষনীয় যে, উক্ত ইমারতের মধ্যে একজন নবী এবং দুইজন সাহাবীর মাযার শরীফ অবস্থিত। যদি অলীগণের কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ করা অবৈধ হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কখনই উহা করতেন না। অতএব, দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হলো যে, অলীগণের মাযার পাকা-পোক্ত করা শুধু জায়েযই নয়- বরং সুন্নাতও বটে। অনেক সাহাবীগণ বিভিন্ন বুযুর্গদের মাযার পাকা করেছেন। যেমন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে উম্মল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে অবস্থিত তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নির্মান করেছিলেন। তায়েফে অবস্থিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর মাযারের উপর বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (রহঃ) গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। (মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা ও বাদায়ে সানায়ে) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইনতিকালের পর তাঁর বিবি তাঁর মাযারে একটি কোব্বা তৈরী করেন এবং এক বৎসর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। কোন সাহাবী এতে বাধা দেননি (বুখারী ১ম খন্ড কিতাবুল জানায়েয)। সুতরাং, সাহাবীগনের আমল দ্বারাই মাযারের উপর ইমারত নির্মাণের বৈধতা প্রমানিত হলো।

= ০ =

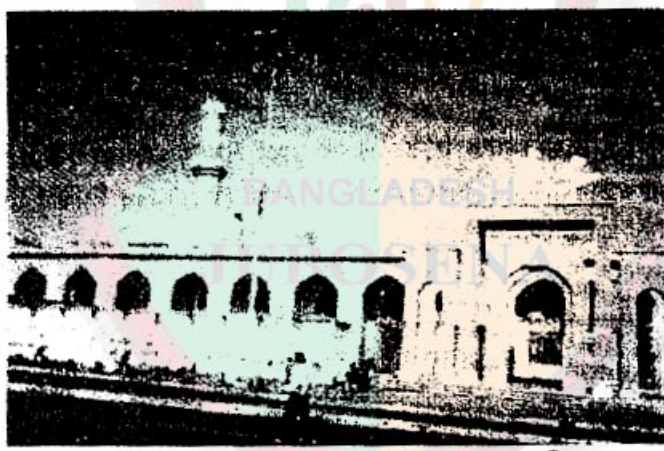

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।

www.sunnibarta.com